১.বনগমনের প্রাক্কালে কবিতাটির মূল বিষয়:

ব্যাসদেব রচিত সংস্কৃত মহাভারতের সাবলীল অনুবাদ করেন কাশীরাম দাস । মহাভারতের অনুবাদকদের মধ্যে কাশীরাম দাস কে শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসেবে ধরা হয় । আমরা জানি মহাভারতের আঠারোটি পর্ব । আমাদের এই বনগমনের প্রাক্কালে কবিতাটি বন পর্ব থেকে গৃহীত । কাশীরাম দাস সমস্ত পর্বগুলি অনুবাদ করার পূর্বেই মারা যান গবেষকেরা সে কথা বলেন । কবিতাটির মূল বিষয় হলো পাণ্ডবেরা প্রতারিত হন দুর্যোধনের ছলনার দ্বারা। পাশা খেলায় তাদেরকে প্রতারিত করে পরাজিত করা হয়। ফলস্বরূপ তাদের বারো বছরের বনবাস ও এক বছরের অজ্ঞাত বাসের শাস্তি দেওয়া হয়। তাই কবিতাটির শুরুতে দেখা যায় প্রিয় পঞ্চপাণ্ডবদের কে প্রজারা রাজ্য ছেড়ে যেতে দিতে রাজি নন। একান্তই যদি পঞ্চপান্ডবদের বনে যেতে হয়, সমস্ত প্রজাগণ তাদের সাথে বনে যাবেন বলে স্থির করেন। ভীষ্ম ,দ্রোণ, কৃপাচার্য সবাই জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু তাদের এই অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্ত প্রজারা মেনে নিতে রাজি নন। তাই প্রজারা নানা কটু বাক্য ব্যবহার করছেন তাঁদের প্রতি। যে রাজ্যের রাজা পাপিষ্ঠ, সেই রাজ্যে সাধারন প্রজাগণ বাস করতে পারেন না। যে রাজা অর্থলোভী ,অসৎ, হৃদয়হীন সেই পাপাচারীর রাজ্যে প্রজারা থাকবেন না। ছলে বলে কৌশলে যে রাজা ক্ষমতা অর্জন করেন তাকে প্রজারা রাজা বলে মানতে নারাজ সেই কারণেই প্রজারা বনচারী হতে চান । পাণ্ডবদের সাথে বনে থাকলেও সেটি স্বর্গের সমান বলে তারা মনে করেন ,কারণ পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে থাকলে পূণ্য অর্জন করা যায়।
প্রজারা এতটাই ক্রুদ্ধ যে তারা ধৃতরাষ্ট্রকেও আর ভয় পান না। তাদের রাজ্য ছেড়ে সমস্ত প্রজা বনচারী হতে চান , পান্ডবদের সংসর্গ তারা ত্যাগ করতে চান না।এটিই কবিতাটির মূল বিষয়।